[illegible] [illegible] [illegible]

অনুষ্ঠানে নবনির্বাচিত সাংসদ ডাক্তার এএসএম নাজমুল হক সাগরকে ক্রেষ্ট ও ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নেয়া হয়।

সরকারের সামনেও কোনো বিপদ নেই: হানিফ

সরকারের সামনেও কোনো বিপদ নেই বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ।

তিনি বলেন, সরকারের সামনেও কোনো বিপদ নেই, সরকার কোনো বিপদেও নেই। সরকারের সামনে বৈশ্বিক অর্থনীতি মোকাবেলার চ্যালেঞ্জ আছে। সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে এই সরকার দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

আজ সোমবার (২২ জানুয়ারি) বেলা ১২টায় কুষ্টিয়া সদরে উপজেলার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের সঙ্গে মতবিনিময়ের আগে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ মন্তব্য করেন তিনি।

‘যেকোন সময় সরকারকে বিদায় নিতে হবে’ বিএনপির এমন মন্তব্য প্রসঙ্গে মাহবুবউল আলম হানিফ বলেন, সরকার শূন্যের ওপর, আসমানে নাকি মাটিতে আছে সেটা জনগণ জানে। রাজনীতি থেকে নির্বাসনে গিয়ে বিএনপি দিশেহারা হয়ে পাগলের প্রলাপ বকছে।

হানিফ আরও বলেন, দেশের রিজার্ভ আবার উর্ধ্বমুখী। আগামী জুন মাসের মধ্যে রিজার্ভ সংকটসহ সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে যাবে, অর্থনীতি আবার চাঙ্গা হয়ে যাবে।

এ সময় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ নিয়েও কথা বলেন হানিফ। তিনি বলেন, যেকোনো মূল্যে দব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। প্রয়োজন হলে কঠোর সিদ্ধান্ত নেবে সরকার।

বিএনপির বিষোদগার সম্পর্কে হানিফ বলেন, স্বাধীনতার বিপক্ষে থাকা বিএনপির কাছে পাকিস্তান প্রিয়। তারা দেশের উন্নয়ন অগ্রগতি ভালো চোখে দেখে না। পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ এগিয়ে গেছে এটা তাদের

জ্বালার কারণ। তাই দেশকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য তারা শেখ হাসিনাকেও পছন্দ করেন না। অথচ বাংলাদেশ এখন মধ্যম আয়ের দেশে ধাবিত হচ্ছে দেখে পুরো বিশ্ব শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রশংসা করছে।

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা চেয়ারম্যান আতাউর রহমান আতা।

জাতীয় পার্টি বিরোধী দলে ছিল, এখনও তারাই বিরোধী দল: হানিফ

জাতীয় পার্টি বিরোধী দলে ছিল, এখনও তারাই বিরোধী দল বলো মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ।

বিরোধী দল হিসেবে জাতীয় পার্টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা প্রকাশও করেন তিনি।

রোববার (২১ জানুয়ারি) সকালে কুষ্টিয়া মোহিনী মিল মাঠে রহিমা- আফছার স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেট টুর্ণামেন্ট এর উদ্বোধনকালে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে হানিফ এসব কথা বলেন।

বিরোধী দল প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগের এই নেতা বলেন, জাতীয় পার্টি বিরোধী দলে ছিল, এখনও তারাই বিরোধী দল। আশা করছি বিরোধী দল হিসেবে জাতীয় পার্টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

জনবিচ্ছিন্ন বিএনপির প্রলাপ নিয়ে কথা না বলার জন্য গণমাধ্যমকে আহ্বান জানিয়ে মাহবুবউল আলম হানিফ বলেন, উৎসব মুখর পরিবেশে নির্বাচনে অংশ নিয়ে জনগণ প্রমাণ করেছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন গ্রহনযোগ্য হয়েছে। যা ইতিমধ্যেই দেশে-বিদেশেও গ্রহণযোগ্য হয়েছে। তাই এ নির্বাচন নিয়ে কথা বলে কেউ হয়ত মানুষিক শান্তি পেতে পারে এছাড়া আর কোন লাভ নেই।

এ সময় নির্বাচন পরবর্তি দলের সাংগঠনিক অবস্থা নিয়ে হানিফ বলেন, নির্বাচনে বাধা না থাকায় দলের অনেক নেতাকর্মী স্বতন্ত্র প্রার্থী

হয়েছিলো। যে কারণে দলের মধ্যে কিছুটা বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এটা নিরসনে ইতিমধ্যেই পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু হয়েছে। জাতীয় নির্বাচন নিয়ে দলের মধ্যে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে উপজেলা নির্বাচনের আগেই তা আর থাকবে না।

পরে পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে এবং ক্রিকেট ব্যাট দিয়ে বল মোকাবিলার মধ্য দিয়ে ক্রিকেট টুর্ণামেন্টের উদ্বোধন করেন।

কুষ্টিয়ায় ফুলেল শুভেচ্ছায় সিক্ত হলেন মাহবুবউল আলম হানিফ

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ এমপি কুষ্টিয়ায় সাধারণ মানুষের সাথে নির্বাচন পরবর্তী শুভেচ্ছা বিনিময়কালে বলেছেন, আমি আপনাদের ভালোবাসার কাছে ঋণী। আমাকে নির্বাচিত করে তৃতীয়বারের মতো যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা যেন আপনাদের সাথে নিয়ে সুন্দরভাবে পালন করতে পারি। আমার জীবন দিয়ে হলেও আমি আপনাদের উন্নয়ন-অগ্রগতি এবং শান্তি ও কল্যাণে পাশে থাকবো। উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে।

আজ শনিবার দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত কুষ্টিয়া সদর উপজেলার মনোহরদিয়া, পাটিকাবাড়ি, ঝাউদিয়া, ঊজানগ্রাম, গোস্বামী দূর্গাপুর, আইলচারা, বটতৈল ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

নির্বাচনের পরে সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ ও দলীয় নেতাকর্মীরা মাহবুবউল আলম হানিফ এমপিকে কাছে পেয়ে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান এবং সেইসাথে তৃতীয়বারের মতো বিপুল ভোটের ব্যবধানে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় তাকে অভিনন্দন জানান।

কুষ্টিয়া সদর উপজেলা সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া একটি জনপদ ছিল যেটিকে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত করায় এবং কুষ্টিয়া সদরকে শান্তির জনপদে পরিণত করায় মাহবুবউল আলম হানিফ এমপির প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন গ্রামের সাধারণ মানুষ।

এসময় সর্বস্তরের জনতার উদ্দেশে মাহবুবউল আলম হানিফ বলেন, আমি মনে করি, আপনাদের দেয়া এই ভোট আমার কাছে এক একটি আমানত। এই আমানতের যাতে কোনোভাবেই খেয়ানত না হয় সেই প্রচেষ্টা আমার থাকবে।

তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আপনাদের কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁরই নির্দেশিত পথে আমি আপনাদের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছি। কাজের মধ্যে কোথাও কোনো ত্রুটি থাকলে কিংবা কোনো কাজ বাদ পড়লে আপনারা আমাকে সাথে সাথে জানাবেন।

এসময় তাঁর সাথে ছিলেন কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সদর উদ্দিন খান, সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা আসগর আলী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শেখ হাসান মেহেদী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক মমিনুর রহমান মোমিজ, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক রাশেদুল ইসলাম বিপ্লব, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রেজাউল হকসহ বিভিন্ন ইউনিয়ন পর্যায়ের আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীরা।

ঝিনাইদহে ডায়াবেটিক হাসপাতালে নবনির্বাচিত এমপি মহুল’র মতবিনিময় সভা

ঝিনাইদহ ডায়াবেটিক হাসপাতালে মতবিনিময় সভা করলেন ঝিনাইদহ-২ আসনের নবনির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য নাসের শাহরিয়ার জাহেদী মহুল।

আজ শনিবার (২০ জানুয়ারি) দুপুরে ঝিনাইদহ ডায়াবেটিক সমিতির সম্মেলন কক্ষে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে নাসের শাহরিয়ার জাহেদী মহুল ডায়াবেটিক হাসপাতালের উন্নয়নে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

ঝিনাইদহ ডায়াবেটিক সমিতির সভাপতি মীর নাসির উদ্দীনের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ পৌরসভার মেয়র কাইয়ুম শাহরিয়ার জাহেদী হিজল, ঝিনাইদহ ডায়াবেটিক সমিতির সাধারন সম্পাদক মাহমুদুল হাসান ফোটন, জাহেদী ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক আবু শাহরিয়ার জাহেদী

পিপুল, জাহেদী ফাউন্ডেশনের সমন্বয়কারী তবিবুর রহমান লাবু, শিক্ষানুরাগী মনোয়ার হোসেনসহ অন্যান্য সদস্যরা।

ভোড়ামারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শনে এমপি কামারুল

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেন কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর ভেড়ামারা) আসনের সংসদ সদস্য কামারুল আরেফীন।

শনিবার বিকেলে ভেড়ামারা উপজেলা হাসপাতালের সার্বিক খোঁজ খবর নেন।

পরিদর্শন কালে কামারুল আরেফীন এমপি হাসপাতালে উপস্থিত রোগীদের খোঁজ খবর নেন। স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দেন।

পরিদর্শনজালীন সময়ে হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স ও মিডওয়াইফদের সাথে বৈঠক করেন।

হরিণাকুণ্ডু উপজেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে জনসভায় এমপি

মহুল

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকালে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা ফুটবল মাঠের জনসভায় ঝিনাইদহ-২ আসনের নবনির্বাচিত এমপি নাসের শাহরিয়ার জাহেদী কে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, স্বচ্ছাসেবক লীগ, কৃষক লীগ ও ছাত্রলীগসহ বিভিন্ন ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ও চেয়ারম্যানদের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

সংবর্ধনা শেষে বিশাল জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় নাসের শাহরিয়ার জাহেদী মহুল বলেন, আমাকে যারা ভোট দিয়েছেন এবং যারা ভোট দেননি আমি সকলেরই এমপি। আমি কারও কাছে এমপি স্যার বা সাহেব নয়, আমি সকলের কাছে আপনাদের আগের সেই প্রিয় দাদা ভাই হিসেবেই থাকতে চাই। নির্বাচনের আগে যারা সহিংসতা করেছেন বাড়িতে বাড়িতে যেয়ে হুমকি দিয়েছেন, তারা অনুতপ্ত হয়ে আমার সহকর্মী এবং সমর্থকদের সাথে মিলেমিশে থাকবেন, সবাইকে নিয়ে আমি কাজ করতে চাই। কারও বিরুদ্ধে মামলা থাকলে সেটা তাকে মোকাবিলা করে আসতে হবে।

তিনি আরও বলেন উন্নয়ন একদিনে সমাধান করার কাজ নয়, আমরা সবাই কে নিয়ে উন্নয়ন কাজে হাত দেব। প্রথমে আমাদের যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা অভিভাবক হিসেবে এটাই হবে আমরা প্রধান কর্মসূচি, প্রতিবছর অন্তত: ১হাজার যুবককে কর্মসংস্থানের চেষ্টা করবো।

হরিণাকুণ্ডু উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মশিউর রহমান জোয়ার্দারের সভাপতিত্বে জনসভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ পৌরসভার মেয়র কাইয়ুম শাহরিয়ার জাহেদী হিজল, উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতা আফজাল হোসেন, এমপির ভাই নির্বাচনের সমম্বয়কারী আবু শাহরিয়ার জাহেদী পিপুল, জেলা আওয়ামী লীগের যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক মামুনুর রশীদ টোকন, উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতা সাজেদুল ইসলাম টানু মল্লিক, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক রানা হামিদ, উপজেলা যুবলীগের আহবায়ক আশরাফুল হক জুয়েল, ফলসী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এ্যাড.বজলুর রহমান, দৌলতপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ, রঘুনাথপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বশির আহাম্মেদসহ বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃবৃন্দ।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ বিনিময় করলেন এমপি কামারুল আরেফীন

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা আসাদুজ্জামান খান, এমপির সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনের সংসদ সদস্য কামারুল আরেফীন। এসময় পারস্পরিক কুশল বিনিময় ও ফুলেল শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও ফুলেল শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এমপি কামারুল আরেফীন।

এ সময় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (জননিরাপত্তা বিভাগ) কেএম টিপু সুলতান, ‘অতিরিক্ত উপপুলিশ মহাপরিদর্শক’ জয়নাল আবেদীন, বাংলাদেশ ছাত্র লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক নেতা সুরঞ্জন ঘোষ সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

পাঁচ বছরে অসমাপ্ত কাজ গুলো সম্পন্ন করবো-এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দার

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য সোলায়মান হক জোয়ার্দার ছেলুন শপথের পর গতকাল বৃহস্পতিবার আলমডাঙ্গায় নেতাকর্মিদের মাঝে উপস্থিত হলে তাঁকে ফুলেল শুভেচ্ছায় শিক্ত করা হয়। বেলা ১১ টার দলীয় কার্যালয়ে নেতাকর্মিদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় ও সৌজন্য

সাক্ষাতে মিলিত হন তিনি ।

এসময় জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দার ছেলুন এমপি বলেন, আপনারা আপনাদের পরিশ্রমের ফল পেয়েছেন। রাব্বুল আলামিন আমাদের দিকে তাকিয়েছেন, সেজন্য দলের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে ও আমার পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

দলের সর্বস্তরের নেতাকর্মী বিশেষ করে আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, কৃষকলীগ, শ্রমিকলীগ, মহিলা আওয়ামীলীগ, ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বৃন্দসহ যারা নৌকার পক্ষে কাজ করেছেন, তাদের সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আমাদের কিছু কাজ এখনও বাকি আছে, স্কুল কলেজের অনেক কাজ বাকি আছে, কিছু রাস্তাঘাটের কাজও বাকি আছে, সেই সব অসম্পুর্ন কাজগুলো এই ৫ বছরে সম্মন্ন করতে হবে।

তিনি বলেন, চুয়াডাঙ্গা একটি শান্ত জেলা। একসময় চুয়াডাঙ্গাকে অশান্ত করে তুলেছিল,অস্ত্রের ঝনঝনানি ছিল,আমাদের আমলে ১৫ বছরে সেই চুয়াডাঙ্গায় শান্ত পরিবেশে গড়ে তুলেছি।আমরা শান্তিপুর্ণ পরিবেশে বসবাস করতে চাই।ভোটকে কেন্দ্র করে কিছু সহিংস ঘটনা ঘটেছে,আপনারা শান্ত থাকবেন। নতুন করে কেউ কোন ঘটনা ঘটাবো না,তবে যদি কেহ পায়ে ল্যাং মেরে ঝগড়া বাধাতে চাই তাহলে তাদেরকে ছাড় দেওয়া হবে না। আমাদেরকে সব সময় ধৈর্য ও শান্ত থাকতে হবে,বিনা কারণে কেউ ঝগড়া বিবাদে জড়াবেন না।আমরা সবাই শান্ত থাকব,শান্ত থাকলে আমাদের সকলেই ভাল বলবে।

সকলকে স্বীকার করতে গত ১৫ বছরে চুয়াডাঙ্গায় কোন চাঁদাবাজী নেই,আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা,দামুড়হুদার কোন ব্যবসায়ি বলতে পারবে না চাঁদাবাজী হয়েছে। আমরা কিন্ত এইদিকটা কঠোর ভাবে দেখেছি,আমরা এও দেখেছি বিএনপি,জামাতের আমলে কাপড়ের দোকানদের কাছ থেকে বাড়িতে দেখানোর নাম করে নিয়ে গেছে আর ফিরে আসেনি।

তিনি বলেন, গত ১৫ বছরে আমরা চুয়াডাঙ্গা জেলায় শান্তিপুর্ণ পরিবেশে বসবাস করেছি,আগামী ৫ বছরও সেভাবে বসবাস করবো। এই নির্বাচনে গরীব মানুষেরা আপনাদের কথা রেখেছে,আপনাদের তাদের প্রতি সদয় আচরণ কতে হবে।

তিনি আরো বলেন আওয়ামীলীগ একটা ঐতিহ্যবাহী সংগঠন।এবারের নির্বাচনে আপনারা প্রমাণ করেছেন তৃনমুল সংগঠনের নেতাকর্মিরা কখনও

ভুল করে না।আজ বিএনপি যদি নির্বাচনে আসত আমরা সহজে চিনতে পারতাম অমুক লোক বিএনপি করে,কিন্ত নিজ দলের মধ্যেকার লোক যখন অন্য পক্ষ অবলম্বন করে তখন সেভাবে কাউকে চেনা যায় না। কে কোন দিকে কি করছে।

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছা। উপজেলা আওয়ামীলীগের সম্পাদক ইয়াকুব আলীর উপস্থাপনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দার টোটন,জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগাঠনিক সম্পাদক মাসুদুজ্জামান লিটু বিশ্বাস বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক সহিদুল ইসলাম, শাহ আলম, হামিদুল ইসলাম, জেলা সদস্য সিরাজুল ইসলাম, শাহ আলম, কাজী খালেদুর রহমান অরুন, আলমডাঙ্গা, পৌর সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সহসভাপতি আলহাজ্ব লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, হাজী ঠান্ডু রহমান, সাবেক পৌর আওয়ামীলীগের সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, আমিনুল ইসলাম অপু মোল্লা, যুগ্ম সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, মাসুদ রানা তুহিন, ইউপি চেয়ারম্যান এজাজা ইমতিয়াজ বিপুল, মোখলেছুর রহমান শিলন, মোজাহিদুর রহমান লোটাস, মাহমুদুল হাসান চঞ্চল, আসাদুল হক মিকা, আবু সাইদ পিন্টু,তাফসির আহমেদ লাল, সোহানুর রহমান সোহান, জেহালা ইউনিয়ন সভাপতি হাসানুজ্জামান হান্নান, মোস্তাফিজুর রহমান রুন্নু, বিল্লাল গনি, দিদার মালিতা, রাহাব উদ্দিন, আব্দুর রাজ্জাক, জয়নাল আবেদীন, জিনারুল ইসলাম বিশ্বাস, নাহিদ হাসনাত সোহাগ, মকবুল হোসেন, শহিদুল ইসলাম লাল্টু, যুবলীগের আহবায়ক সোনাহার মন্ডল, আশাদুল হক ডিটু, পাপন, মনিরুজ্জামান হিটু, সাবেক ছাত্রনেতা আশরাফুল ইসলাম, বাদশা, নাহিদ হাসান তমাল, সাকিব, অটল, জেলা মৎসজীবি লীগের সভাপতি শাহাবুল ইসলাম, সহসভাপতি আলতাব হোসেন, ববিতা খাতুন, স্বপন, উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি এম আজিজুল হক, মহিলা আওয়ামীগের সভাপতি সাহিদা খাতুন সহ নেতৃবৃন্দ।

এছাড়াও আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড.জে.এম আব্দুর রকিবের নেতৃত্বে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সহকারি অধ্যাপক সাইদুর রহমান লিটন, মহিতুর রহমান, সিরিয়র প্রভাসক ড.মাহবুবুর রহমান, তাপস রসিদ, ওসি শেখ গনি মিয়া, ওসি তদন্ত একরাম হুসাইন, টোটন জোয়ার্দার, সহকারি অধ্যাপক, আব্দুল মেনায়েম, শেখ শফিউজ্জামান, সাইদুর রহমান লিটন, মহিতুর রহমান, ইকবাল হাসান, সিনিয়র প্রভাষক আনোয়ারুজ্জামান, মাকুদুর রহমান, জিয়াউর রহমান, আদিল হোসেন, তাসলিমা খাতুন, রাহাত

আরা, জেসমিন আরা খানম, শরিয়ত উল্লাহ, মনিরুজ্জামান, রাশেদুল মমিন, ড.মহাবুব আলম, রফিকুল ইসলাম, মঞ্জুরুল ইসলাম, তাপস রশিদ, রেজাউল করিম, আব্দুল হাই, হাবিবুর রহমান, আব্দুস সেলিম প্রমুখ।

প্রতিটি কাজের পেছনের মূল উদ্দেশ্য থাকবে মানুষের কল্যাণ করা : কামারুল আরেফীন

আমাদের প্রতিটি কাজের পেছনের মূল উদ্দেশ্য থাকবে মানুষের কল্যাণ করা বলে জানিয়েছেন কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনের সংসদ সদস্য কামারুল আরেফীন।

তিনি বলেন, আমাদের প্রতিটি কাজের পেছনের মূল উদ্দেশ্য থাকবে মানুষের কল্যাণ করা। মানুষ অনেক প্রত্যাশা নিয়ে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। তাদের প্রত্যাশা পূরণ করা আমাদের দায়িত্ব।

আজ বুধবার দুপুরে রাজধানীর ঢাকায় ঢাকাস্থ মিরপুর উপজেলা সমিতির নেতৃবৃন্দ শুভেচ্ছা জানাতে এলে নব নির্বাচিত সংসদ সদস্য কামারুল আরেফীন এ আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, আমরা সবাই বঙ্গবন্ধুর আদর্শের কর্মী, আমরা দেশরত্ন শেখ হাসিনার লোক এটিই আমাদের বড় পরিচয়। মিরপুর-ভেড়ামারা উপজেলায় দৃশ্যমান উন্নয়নসহ মানুষের চাওয়া পাওয়াগুলো পূরণ করার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে কাজ করতে চাই।

ঢাকাস্থ মিরপুর উপজেলা সমিতির সভাপতি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব
টিপু সুলতান, সাংগঠনিক সম্পাদক আমিরুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হুদা, অর্থ সম্পাদক মারফত আলী, যুগ্ম অর্থ সম্পাদক মেজবাহ উদ্দিন, সৈয়দ নাইমুজ্জামান, সৈয়দ সাইফুজ্জামান, রাকিব উদ্দিনসহ অন্যান্যরা এসময় উপস্থিত ছিলেন।

এরআগে ঢাকাস্থ মিরপুর উপজেলা সমিতির সভাপতি স্বরাষ্ট্র